



39827 - কটে যদি নফল রোজা শুরু করে ভেঙে ফলে তাকে কিসে রোজাটিকাযা করতে হবে

প্রশ্ন

জনকৈ ব্যক্তি শাওয়াল মাসরে ছয় রোজা রাখতে চান। একদিন তিনি রোজা রাখার নয়ত করলেন; কিন্তু কোন ওজর ছাড়াই রোজাটি ভেঙে ফেলেন; রোজাটি পূরণ করেনি। যে দিনে রোজাটি তিনি ভেঙেছেন সে দিনে রোজাটিকা ছয় রোজা রাখা শেষে কাযা করতে হবে? এতে করে তার সর্বমোট সাতদিন রোজা রাখা হবে? নাকি শাওয়াল মাসরে শুধু ছয়দিন রোজা রাখলেই চলবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নফল রোজা শুরু করলে সটো পরপূরণ করা কফিরজ; নাকি ফরজ নয়— এ ব্যাপারে আলমেগণরে দুটো অভিমত রয়েছে:

প্রথম অভিমত:

নফল রোজা সমাপ্ত করা অনবিবায় নয়। এটি শাফয়েি ও হাম্বলি মাযহাবরে অভিমত। তাঁদের দলি হচ্চে-

১. আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: “একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে এসে বললেন: কোন খাবার আছে? আমি বললাম: না। তিনি বললেন: তাহলে আমি রোজাদার। পরবর্তীতে অন্য একদিন তিনি আমার ঘরে আসলেন; তখন আমি বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদেরকে হাইস’ (খজুর ও পনিরিরে মশ্রণে তরী খাবার) হাদিয়া দয়া হয়েছে। তিনি বললেন: আমাকে দেখোও তো; আমি তো রোজা রেখে ভোর করছি। অতঃপর তিনি খিয়েছেন।” [সহি মুসলিমি (১১৫৪)]

২. আবু জুহাইফা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: “... আবু দারদা এলেন এবং তাঁর জন্য অর্থাৎ সালমানের জন্য খাবার প্রস্তুত করলেন। এরপর বললেন: আমি রোজা রেখেছি; আপনি খান। সালমান বললেন: আপনি না খলে আমি খাব না। বর্ণনাকারী বললেন: অবশেষে তিনি খলেন। এরপর সালমান বললেন: আপনার উপর আপনার প্রভুর অধিকার রয়েছে, আপনার আত্মার অধিকার রয়েছে এবং আপনার পরিবারের অধিকার রয়েছে। সুতরাং প্রত্যকে প্রাপককে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করুন। এরপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে ঘটনাটি তাঁকে বললেন; তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: সালমান সঠিক বলছে।” [সহি বুখারি (১৯৬৮)]

৩. আবু সাঈদ আল-খুদরি (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: “আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য খাবার তরী



করলাম। খাবার যখন সামনে পশে করা হলো তখন উপস্থিতি একজন বলল: আমি রোজা রেখেছি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তোমার ভাই তোমাকে নমিন্ত্রণ করছে, কষ্ট করে খাবার তরী করছে, তাই তুমি রোজাটা ভেঙে ফলে এবং চাইলে এর বদলে অন্য একটি রোজা রেখে নও।” [দারাকুতনী (২৪); ফাতহুল বারী গ্রন্থে (৪/২১০) ইবনে হাজার হাদিসটিকে হাসান বলছেন]

দ্বিতীয় অভিমত:

নফল রোজা সমাপ্ত করা তার উপর অনবির্ষ। যদি সে নফল রোজা নষ্ট করে; তাহলে তাকে সে রোজা কাযা করতে হবে। এটা হানাফি মায়হাবের অভিমত। কাযা করা ওয়াজবি হওয়ার পক্ষে তারা নমিন্ত্রণ দলিল পশে করেন:

১. আয়শো (রাঃ) বলেন: আমাকে ও হাফসাকে কছি খাবার হাদিয়া পাঠানো হল; সদিনে আমরা দুইজন রোজা রেখেছিলাম। তবে হাদিয়া পয়ে আমরা রোজা ভেঙে ফলেলাম। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে আসলে আমরা বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের কাছে কছি হাদিয়া পাঠানো হয়েছিল; সটো খাওয়ার জন্য আমাদের তীব্র আগ্রহ হল বধিয় আমরা রোজা ভেঙে ফলেলাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: উচতি হয়নি; তোমাদেরকে এ দিনের বদলে অন্য একদিন রোজা রাখতে হবে। [সুনানে আবু দাউদ (২৪৫৭), সুনানে তিরমিযি (৭৩৫), হাদিসটির সনদে যামলি নামে এক রাবী আছে। ‘তাকবরবি’ গ্রন্থে বলা হয়েছে- তিনি অজ্ঞাত পরচিয়। আল-মাজমু গ্রন্থে (৩৯৬) ইমাম নববী, যাদুল মাআদ গ্রন্থে ইবনুল কাইয়যমে তাকে দুর্বল বলছেন এবং আলবানি হাদিসটিকে দুর্বল বলছেন।

২. ইমাম মুসলমি কর্তৃক সংকলিত পূর্বকোক্ত আয়শো (রাঃ) এর হাদিসের বর্ণনায় কটে কটে বাড়তি বর্ণনা করলে যে, “আমি তও রোজাদার হিসেবে ভোর করছি; এরপর তিনি খিয়েছেন এবং বলছেন: আমি এদিনের পরবর্তে অন্যদিন রোজা রাখব”।

এর জবাবে বলা হয় যে, ইমাম নাসাঈ এ বাড়তি অংশকে দুর্বল বলছেন। তিনি আরও বলেন: এটা ভুল। অনুরূপভাবে দারাকুতনী ও বাইহাকী এ বাড়তি অংশকে দুর্বল বলছেন।

দলিল-প্রমাণের বলষ্টিতার কারণে প্রথম অভিমতটি অগ্রগণ্য। উম্মে হানরি বর্ণিত রোজায়তেও প্রথম অভিমতটির সমর্থন যোগায়। সে রোজায়তে এসছে- “ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি রোজা রেখেছিলাম; কিন্তু রোজাটা ভেঙে ফলেছি। তিনি তাকে বললেন: তুমি কি কাযা রোজা রাখছিলি? উম্মে হানি বললেন: না। তিনি বললেন: যদি নফল রোজা হয় তাহলে কোন অসুবিধা নই। [সুনানে আবু দাউদ (২৪৫৬), আলবানি হাদিসটিকে সহহি বলছেন।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: “যদি কোন লোক রোজা রাখে, এরপর এমন কছি হয় যাতে করে তার রোজা ভাঙাটা পরিস্থিতির দাবী হয়; তাহলে সে রোজা ভেঙে ফলেবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল থেকে এটা জানা যায়। একবার তিনি মুমনিদের মা আয়শো (রাঃ) এর কাছে এসে বললেন: তোমাদের কাছে কোন খাবার আছে? আয়শো (রাঃ)



বললনে: আমাদরেকে হাইস (একজাতীয় খাবার) হাদয়ী দয়ো হয়ছে। তন্থি বললনে: ‘আমাক্কে দখোও তো; আম তিও রোজা রখে ভোর করছে’। এরপর তন্থি খয়েছেন। এট নফল রোজার ক্ষত্রে; ফরজ রোজার ক্ষত্রে নয়।”[ফতওয়াসমগ্র, পৃষ্ঠা-২০]

উপরোক্ত আলোচনার প্রকেষতিে বলা যায়, য়ে দিনরে রোজা আপন্থিভেগছেনে সদিনরে রোজা আপনাক্কে কাযা করত্বে হবে না। কারণ নফল রোজা পালনকারী নজিরে কর্তৃত্বশীল। তাক্কে শাওয়ালরে ছয় রোজা পরপূর্ণ করত্বে হবে।

আল্লাহই ভাল জাননে।